সংবাদ

তারিখ ... 07 OCT 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৩ ......

মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা আজ

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

২০১৬-২০১৭ শিক্ষাবর্ষের মেডিকেল কলেজে (এমবিবিএস) ভর্তি পরীক্ষা আজ অনুষ্ঠিত হবে। সকাল ১০টা থেকে ১১টা পর্যন্ত ঢাকাসহ সারাদেশের ১৮টি সরকারি মেডিকেল কলেজ কেন্দ্রের ৩৭টি ভেন্যুতে এ ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। এবছর এমবিবিএস-এর জন্য আসন সংখ্যা সরকারি কলেজে তিন হাজার ২১২ ও বেসরকারি কলেজে ছয় হাজার ২০৫। পরীক্ষার্থী সংখ্যা ৯০ হাজার ৪২৬ জন।

ভর্তি কার্যক্রম স্থগিত চেয়ে রিট

এবছর এমবিবিএস ও ডেন্টাল কলেজের (বিডিএস) ভর্তি পরীক্ষা আলাদা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। বিডিএস ভর্তি পরীক্ষা আগামী ৪ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হবে। ২০১৫-১৬ শিক্ষাবর্ষের এমবিবিএস ও বিডিএস কলেজে ভর্তি পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ উঠে। এবছর পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে এবং প্রশ্নফাঁসের অভিযোগ যাতে না উঠে সে লক্ষ্যে বিস্তারিত কর্মসূচি গ্রহণ করছে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও অধিদফতর।

সম্প্রতি মন্ত্রণালয়ের এক সভায় জানানো হয়, পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বহন, পরীক্ষা গ্রহণ এবং উত্তরপত্র আনার সময় পর্যাপ্ত পরিমাণ ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশ মোতায়েন করা হবে। মেডিকেল কলেজে ভর্তি পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে ফেসবুকসহ যেকোন মাধ্যমে প্রশ্নপত্র ফাঁসের গুজব রটনাকারীকে চিহ্নিত করতে সহায়তার জন্য ৯৮৫৫৯৩৩ এবং ০১৭৫৯-১১৪৪৮৮ নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম।

সভায় স্বাস্থ্য অধিদফতরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. আবুল কালাম আজাদ জানান, এ বছর পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও বহন থেকে শুরু করে তালাবদ্ধ ট্রাঙ্ক খোলা পর্যন্ত বিশেষ ধরনের ট্র্যাকিং ডিভাইস **মেডিকেল** : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৪

মেডিকেল : ভর্তি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সংযোগ রাখা হবে যাতে করে মনিটরিং ব্যবস্থা আরও জোরদার হয়েছে।

এদিকে মেডিকেল পরীক্ষার একদিন আগে গতকাল মেডিকেলে ভর্তির ক্ষেত্রে লিখিত পরীক্ষায় পাস নম্বর ৪০ শতাংশ রাখার বিধানের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে একটি রিট দায়ের হয়। সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ইউনুছ আলী আকন্দ হাইকোর্টে এ রিট দায়ের করেন।

রিটে লিখিত পরীক্ষায় ৪০ শতাংশ পাস নম্বর নির্ধারণ বেআইনি দাবি করে রুল নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত ২০১৬-১৭ সেশনে মেডিকেল ভর্তি কার্যক্রম স্থগিত চাওয়া হয়েছে।

রিট আবেদনে, ২০১৬ সালের ২৯ আগস্ট স্বাস্থ্য অধিদফতর জারিকৃত ভর্তি বিজ্ঞপ্তির অনুচ্ছেদ ২,৬,৭ ও ৮ অবৈধ ঘোষণার আর্জি জানানো হয়েছে। এছাড়া মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষায় প্রতিটি ভুল উত্তরের জন্য দশমিক ২৫ কেটে নেয়ার বিধান রিটে অবৈধ ঘোষণার রুল চাওয়া হয়েছে।

আইনজীবী ইউনুছ আলী আকন্দ জানান, লিখিত পরীক্ষায় পাস নম্বর বাড়ানোর ফলে অনেক শিক্ষার্থী মেডিকেল ভর্তি থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় জিপিএ ৮ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা মেডিকেল পরীক্ষায় অংশ নিতে পারতো। কিন্তু নতুন বিজ্ঞপ্তিতে জিপিএ-৮ এর জায়গায় জিপিএ-৯ করায় অনেক মেধাবী শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নিতে পারছেন না। রিটে স্বাস্থ্য সচিব, মন্ত্রিপরিষদ সচিব, স্বাস্থ্য অধিদফতরের মহাপরিচালক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যসহ ৭ জনকে বিবাদী করা হয়।